

বদরগঞ্জে জামাত নেতার দাপট নিয়ম-কানুন না মেনে মাত্র ২শ' গজের মধ্যে আরও একটি কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে

সিদ্ধান্ত আলী বাদল ও কাজী বিপ্রব হোসেন : বদরগঞ্জ উপজেলায় রয়েছে ৮টি কলেজ। বদরগঞ্জ উপজেলায় হাটহাতীর সংখ্যা অনেক কম। প্রতি বছরই কলেজগুলোতে আসন শূন্য থাকছে। এবারও এ উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষায় হাটহাতীদের পাশের হার অনুপাতে কলেজের ভর্তি হওয়ার পরও কলেজগুলোতে অনেক আসন ফাঁকা থাকবে। সেখানে আরও একটি কলেজ হলে হাটহাতী মেলানো কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া একটি কলেজের পাশে আরও একটি কলেজ হলে উভয় কলেজে হাটহাতী মিলবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষাখাতে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে সরকারের। মূলত লেখাপড়া নয়, গ্রাম্য কোদল ও অর্থ লুটপাট করার উদ্দেশ্যেই কলেজটি স্থাপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। বিশেষ ব্যবস্থায় নতুন কলেজের স্থাপন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে লেখাপড়ার পরিবেশ কোদলমুক্ত করে গড়ে তুলতে শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকাবাসী।

বদরগঞ্জ উপজেলায় রয়েছে ৮টি কলেজ। বদরগঞ্জ উপজেলায় হাটহাতীর সংখ্যা অনেক কম। প্রতি বছরই কলেজগুলোতে আসন শূন্য থাকছে। এবারও এ উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষায় হাটহাতীদের পাশের হার অনুপাতে কলেজের ভর্তি হওয়ার পরও কলেজগুলোতে অনেক আসন ফাঁকা থাকবে। সেখানে আরও একটি কলেজ হলে হাটহাতী মেলানো কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া একটি কলেজের পাশে আরও একটি কলেজ হলে উভয় কলেজে হাটহাতী মিলবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষাখাতে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে সরকারের। মূলত লেখাপড়া নয়, গ্রাম্য কোদল ও অর্থ লুটপাট করার উদ্দেশ্যেই কলেজটি স্থাপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। বিশেষ ব্যবস্থায় নতুন কলেজের স্থাপন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে লেখাপড়ার পরিবেশ কোদলমুক্ত করে গড়ে তুলতে শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকাবাসী।

সিদ্ধান্ত আলী বাদল ও কাজী বিপ্রব হোসেন : বদরগঞ্জ উপজেলায় রয়েছে ৮টি কলেজ। বদরগঞ্জ উপজেলায় হাটহাতীর সংখ্যা অনেক কম। প্রতি বছরই কলেজগুলোতে আসন শূন্য থাকছে। এবারও এ উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষায় হাটহাতীদের পাশের হার অনুপাতে কলেজের ভর্তি হওয়ার পরও কলেজগুলোতে অনেক আসন ফাঁকা থাকবে। সেখানে আরও একটি কলেজ হলে হাটহাতী মেলানো কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া একটি কলেজের পাশে আরও একটি কলেজ হলে উভয় কলেজে হাটহাতী মিলবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষাখাতে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে সরকারের। মূলত লেখাপড়া নয়, গ্রাম্য কোদল ও অর্থ লুটপাট করার উদ্দেশ্যেই কলেজটি স্থাপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। বিশেষ ব্যবস্থায় নতুন কলেজের স্থাপন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে লেখাপড়ার পরিবেশ কোদলমুক্ত করে গড়ে তুলতে শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকাবাসী।

নিয়মানুযায়ী গ্রামাঞ্চলে একটি কলেজ থেকে অন্য কলেজের দূরত্ব হতে হবে কমপক্ষে ৬ কিলোমিটার। সেখানে মাত্র ২শ' গজের মধ্যে কলেজটি গড়ে তোলা হচ্ছে। 'আদর্শ' সংযুক্ত নামের কলেজটি স্থাপন করছেন এলাকার এক জামাত নেতা। গ্রাম্য কোদলের কারণে জামাত নেতা রুহুল আমিন ও দুই আদর্শ শব্দটি ব্যবহার করে কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কলেজটি প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে এলাকার দুটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় লোকজন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছেন। অভিযোগকে ধামাচাপা দিয়ে ওই জামাত নেতা দৌড়কাঁপ শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাপের মুখে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ২২শে জুলাই কলেজটি পরিদর্শন করেছেন বলে একটি সূত্র জানায়।